অমৃত বাজার পত্রিকা

৩য় ভাগ { ১ পৌষ বৃহস্পতিবার ১২৭৭। ১৫ ডিসেম্বর খৃঃঅব্দ } ৪৪ সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা

১ পৌষ বৃহস্পতিবার

শুনিলাম যশোহরে সর্ব্ব প্রথমে চৌকিদারি আইন প্রচলিত হইতেছে।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞাপিতেছি যে, আগামী রবিবারে যশোহর আসসিয়েসন সভার বেলা ৪টার সময় বালিকা বিদ্যালয় গৃহে অধিবেশন হইবে। রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর সভার প্রতি অতিশয় মনোযোগ দেখাইতেছেন। ফল তাহার সহায়তা ব্যতিরেকে কি রূপে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইবে! সুদ্ধ আমরা নয়, যশোহরস্থ সমুদয় লোক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। নড়ালের বাবুদের উচিত, তাহারাও এরূপ গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং সাধ্যানুসারে এ সভার মঙ্গলের চেষ্টা করেন। যৎকালে যশোহরে এডুকেশন সভা হয়, তখন সভ্যেরা সকলে এই সাব্যস্ত করেন যে উক্ত সভা চিরস্থায়ী হইবেক। তজ্জন্য এই সভা দ্বিতীয় বার বসিতেছে। এ সভার উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টকে রাজ শাসন সম্বন্ধে সৎ পরামর্শ দেওয়া।

আমরা "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতা হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটী প্রস্তাব ইহাতে লিখিত হইয়াছে। আমরা দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, এ খানি পাঠ করিয়া আমরা তত প্রীতি লাভ করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ পদ্য গুলি নিতান্ত বালকবৎ হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের নূতন সহযোগীর অনুৎসাহিত হওয়ার কোন কারণ নাই। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, কেবল ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আমরা ভরসা করি বয়োবৃদ্ধ অনুসারে ইহা শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

"সাহিত্য-সগ্রহ" নামক আর এক খানি মাসিক পত্রিকাও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতি উত্তম কাগজ ও আখরে উহা মুদ্রিত হইতেছে। এখানি দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার উদ্দেশ্যে এই রূপ লিখিত হইয়াছেঃ- "ইহাতে বিবিধ সংস্কৃত পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতির অনুবাদ, বঙ্গদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক প্রকৃত দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের এবং প্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস, কাব্য ও নাটক, বিজ্ঞান, শিল্প ও চিকিসাশাস্ত্র; প্রাচীন কীর্ত্তি, অদ্ভুত বিবরণ, এবং রহস্য বিষয়ক বিবিধ গল্প ও নবেল প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। আপাততঃ মুল সংস্কৃত ভাষা হইতে হরিবংশ অনুবাদান্তর প্রচার আরম্ভ হইল।"

ইউনাইটেড ষ্টেটসে স্প্রিচুয়ালিজম এত উন্নতি করিয়াছে যে, তথাকার মহা সভায় এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে। সম্প্রতি এক জন সভ্য ইহার সত্যাসত্য অনুসন্ধানার্থে একটী কমিটী বসানের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

সম্প্রতি যশোরের পাদরী এলিস সাহেব নড়াইলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। বাজারে বক্তৃতা করিবার সময় নড়াল স্কুলের কতক গুলি বালক সেখানে উপস্থিত হয় ও তাহার নিকট ধর্ম্ম পুস্তক চায়। ইহাতে একটি তুমুল গোল বাধিয়া উঠে ও এলিস সাহেব ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ডিয়ার সাহেবের নিকট নালিশ করেন যে বালকেরা তাহাকে প্রহার করিয়াছে। ডিয়ার সাহেব মফস্বলে ছিলেন ও সেখানে স্কুলের প্রথম শ্রেণী হইতে শেষ শ্রেণীর তাবৎ বালককে সেখানে সমন দ্বারা তলব করেন। এই বিষয়ে আমরা দুটী অন্যায় দেখিতেছি, প্রথম এলিস সাহেবের যদি এ সহ্য গুণটুকু না থাকে তবে তাহার ধর্ম্ম প্রচার করাই অন্যায়। দ্বিতীয় মফস্বলে এত গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক সমন দ্বারা লইয়া যাওয়া ডিয়ার সাহেবের পক্ষে ভারি নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছে। তিনি স্বয়ং স্কুলে আসিয়া এ বিষয় তদারক করিয়া গেলেই হইত। মকর্দ্দমার বিচার কি হইয়াছে আমরা এখনও শুনিতে পাই নাই।

আশংকিত চিন যুদ্ধ সম্বন্ধে এক জন সদাশয় ইংরেজ এই রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেনঃ- ইউরোপ সমরাগ্নি দ্বারা উচ্ছিন্ন যাইতেছে, এ দিকে লণ্ডনের এক দল বিবেক শূন্য বণিক চিন যুদ্ধের সংকল্পনা করিতেছেন। কতক গুলি সংবাদ পত্র কর্ত্তৃক আবার ইহাদের পক্ষ সমর্থিত হইতেছে। ত্রিশ বৎসর হইল, আমরা চীন দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, কারণ তাহাদের দেশে তাহারা আমাদিগকে আফিঙ্গের বাণিজ্য করিতে বাধা দেয়। বার বৎসর হইল, আমরা দ্বিতীয় বার যুদ্ধ করি, কারণ ইংরেজী নিশান উঠান এক খানা বোম্বাটিয়া জাহাজ তাহারা আটক করে। এক্ষণ আমরা আবার যুদ্ধ করিতে চাহিতেছি, কেননা ফরাসী রোমান কাথলিক খৃষ্টান দিগের উপর তাহারা অত্যাচার করিয়াছে, এদিকে জারমান দিগের অত্যাচারে ফ্রান্স মৃত্যু প্রায় হইয়াছে, কিন্তু আমরা সে দিকে দৃক পাতও করিতেছি না। যাহারা আমাদিগকে এই সকল অধর্ম্ম সমর সকলে প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদিগের কেবল একটী মাত্র উদ্দেশ্য অর্থাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধে সুবিধা করা। কামানের বলে আমরা চীন দিগকে আমাদের সুবিধা মত সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়াছি; ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ সুল্ক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, তাহারা এত কাকুতি মিনতি করিয়াছে, তবু আমরা তাহাদিগের দেশে আফিং প্রচলিত করিয়াছি ও এই বিষাক্ত দ্রব্য তাহাদের জন্য বৎসর২ ভারতবর্ষে প্রস্তুত করিতেছি। শুদ্ধ ইহাও নয়, বৃহৎ এক বহর সমর পোত চীন সমুদ্রে রক্ষিত হইয়াছে ও ইহা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করাইয়া এই সকল অন্যায় স্বত্ব আমরা উপভোগ করিতেছি। প্রত্যেক জাতিকে যদি তাহাদের নিজ আইন, বাণিজ্য ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে সাধীনতা দেওয়া একটি নিশ্চিৎ রাজ নৈতিক সত্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে চীনেরা এই স্বাভাবিক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত, কিন্তু চীন ওলণ্ডনের ইংরেজ বণিকেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তাহাদের ইচ্ছা যে চীনের সর্ব্বত্রে তাহারা গতায়ত করিতে পারেন, কয়লার খনি খনন করিতে পারেন, চীনের সমস্ত নদী তাহাদের ষ্টিম বোট দ্বারা পূর্ণ হয়, তার ও রেলের গাড়ী সর্ব্বত্রে স্থাপিত হয়, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তাহারা ভুমি ক্রয় ও গৃহ প্রস্তুত করিতে পারেন, অথচ ঐ দেশের আইন ও ব্যবহারানুসারে তাহাদের দোষাদোষের বিচার হইবেনা। চীন দেশের বাসন্দা হইয়া থাকিবেন, অথচ ইংরেজী আইনুযায়ী তাহাদের দোষ সাব্যস্ত হইবে। আবার চীন দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমরা কম অত্যাচার করিতেছি না। আমাদের বা মানের সাহায্যে খৃষ্টাণ মিসনারীরা তাহাদের দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। চীন দিগের একটি ধর্ম্ম আছে, সেটি আমাদিগের অপেক্ষা পুরাতন। আমাদিগের ন্যায় তাহারাও স্বধর্ম্মকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে, তাহাদিগের ধর্ম্মেও এই সকল উপদেশ আছে "পিতাকে ভক্তি কর, মৃত ব্যক্তি দিগকে সম্মান কর, অন্যের দোষ মার্জ্জনা কর, ন্যায় ও যথার্থ পথে গমন কর, অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার চাও অন্যকেও সেই রূপ ব্যবহার করিও।" অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ ধর্ম্ম প্রচার করিবে কি না সে বিষয় চিন দিগের বিবেচনা সাপেক্ষ। জোর করিয়া ও বন্দুকের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাওয়া ঘোর অত্যাচার। ন্যায় বান ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য, চিন সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা উচ্চৈ স্বরে প্রতিবাদ করেন। ফরাসীরা যখন জারমেনী আক্রমণ করেন, তখন না আমরা তাহা দিগকে নিন্দা করিয়া ছিলাম! বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে আমরা জারমান দিগকে ধিক্কার দিতেছিনা? অতএব চীন দিগের স্বাধীনতা হরণ জন্য আমরা যে সকল নীচ চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আমাদের কত অন্যায় বলিয়া স্বীকার করা উচিত! ইংলণ্ডের এটি স্বীকার করিবার পূর্ণ সময় উপস্থিত। এই অবধি ইংলণ্ড ন্যায়ের সহিত ব্যবহার করুন। ধর্ম্ম ও বাণিজ্য সম্বন্ধে চিন দিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যর্পিত হউক, ও ইংরেজ বণিক ও মিসনারী দিগের স্বার্থ সাধনার্থে আর যেন কামান চালান হয়।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

ভারতবর্ষের অবস্থা।

আমাদের দেশীয়গণ ক্রমে দুই এক পা করিয়া উচ্চ পদ সমুদায়ে প্রবেশ করিতেছেন। ইহারা কেহই আপনাদের পদের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন নাই, গবর্ণমেণ্টের দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারাও স্বীয় উন্নতি লাভ করেন নাই। সকলই স্বীয় বাহুবলে স্ব স্ব উপযুক্ত পদে আরূঢ় হইয়াছেন। এটী মনে হইলে আমাদের আর আনন্দ ধরে না। অনারেবল দ্বারকা নাথ, ভূদেব বাবু জগদীশ বাবু প্রভৃতির উন্নতির পথ রোধ করা কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নাই। ইংরাজ রাজ্যের ত কথাই নাই, ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণ স্বার্থপর স্বেচ্ছাচারী রাজ শাসন প্রণালী ও তাহাদিগকে অবরোধ করিতে পারিত না। সম্প্রতি অনুকুল বাবু হাইকোর্টের বিচার পতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেশের মুখ আরো উজ্জ্বল করিয়াছেন। এ দেশীয়দের পক্ষে সিবিল সর্ব্বিশ দেব দুল্লভ পদার্থ বলিয়া আর বিশ্বাস নাই, এখন তাহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, উদ্যোগ করিলেই বৎসর২ আমরা উহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি। যদি দেশীয় গণের সকল বিষয়ে এই রূপ সাহস ও নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস থাকে, তবে আমাদের আপন ধনে কাঙ্গাল হইয়া বেড়াইতে হয় না। ফল আমরা যেমন স্বীয় স্বার্থ সম্বন্ধে সাহসী হইতেছি, অনেক মহোদয় ইংরাজও আমাদের সহিত সম সুখ দুঃখতা দেখাইতেছেন ও ভারতবর্ষের হিতাহিত সম্বন্ধে ইহারা ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন করিতেছেন। একটি প্রবল বাধা আমাদের উন্নতি মুখে পড়িয়াছে, সেইটি না গেলে আমাদের আর ভদ্র নাই। সেটি আমাদের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার দৌর্ব্বল্য ও উদাসীন ভাব। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী যেরূপ, তাহাতে ইহার মঙ্গলামঙ্গল প্রকৃত প্রস্তাবে এক জনের উপর নির্ভর করে। যদি প্রধান শাসন কর্ত্তা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সবল মন হয়েন, তবে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য কোন অধস্তন কর্ম্মচারীই করিতে সাহস করেন না। যদি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়েন, তাহা হইলে পারিষদগণ তাহাকে ক্রীড়ার বস্তু করিয়া তুলে এবং যাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাকে দেশের হিত সাধন করিতে হইবে, তাহারাই তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে, সুতরাং দেশের দুর্গতির এক শেষ হয়। সার জন লরেন্সের পুর্ব্বে যত জন গবর্ণর জেনারল এ দেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তাহারা সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ও এই নিমিত্ত দেশের নানা বিধ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। লড কর্ণওয়ালিশের সবল ও বৃহৎ অন্তঃকরণ ছিল বলিয়াই চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অবতারণা হয়। সুক্ষ্মদর্শী ও দৃঢ়মনা ছিলেন বলিয়াই লড ওয়েলেসলী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির অধিকার বৃদ্ধি করেন, যদিও যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করেন, তাহা আমাদের কখন অনুমোদনীয় নহে। চির স্মরণীয় লড বেণ্টিকের সময় এ দেশীয়গণের প্রথম নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও তাহারা জানিতে পায় যে কতক গুলি স্বাভাবিক স্বত্ব তাহাদের আছে এবং রাজ প্রণালী অনুসারে সে গুলি গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিলে তাহার তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। লড এলেনবরার শাসন কাল যদিও কিছু দিনের নিমিত্ত ছিল, কিন্তু তিনিও প্রভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। লড ড্যাল হাউসির পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রাজনীতি অবশ্য অত্যন্ত দুষনীয় ছিল, কিন্তু তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া ছিলেন বলিয়া দেশের এত উন্নতি হয় যে, অর্দ্ধ শতাব্দিতেও তত হইত কি না সন্দেহ স্থল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকের সুবিধা সকলই তাহার শাসন কালে হয়। ক্যানিং সাহেব ন্যায় বান ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া সিপাহী যুদ্ধের সময় এ দেশীয়দের রক্ষা। কি কুক্ষণেই সার লরেন্স গবর্ণর জেনারল হইয়া ছিলেন, কি লড আরগাইল ষ্টেট সেক্রেটারী হইয়া ছিলেন। লড লরেন্স যে চক্রীদের হস্তে পড়িয়া তিনি যন্ত্রের স্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন, লড মেয়োরও তাহাদের অধিকাংশের চক্রে পড়িতে হইয়াছে। ইহাদের কুহকে পড়িয়া স্বাধীন ভাবে কাজ করা সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। লড মেয়ো বক্তৃতায় যেরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন সেটী যদি তাহার আন্তরিক হয়, এদেশের হিত সাধনার্থেই যদি তিনি প্রকৃত আসিয়া থাকেন, তবে তাহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কাজ করা আবশ্যক, নচেৎ লোকের দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। ভারতবর্ষীয়গণের মানসিক বৃত্তি সকল কেবল প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণ তাহাতে আঘাত লাগিলে সমুদায় শুখাইয়া যাইবে। লড মেয়োর তাচ্ছিল্য ও অমনোযোগ হেতু এ দেশীয়দের উন্নতি মার্গে যে সকল কণ্টক পড়িয়াছে কি পড়িবার সম্ভাবনা আছে, স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া তিনি সে গুলি পরিস্কার করিয়া দিউন, দেখিবেন ২০ কোটী লোকে উচ্চৈস্বরে তাহার যশঃ গান করিতে থাকিবে। ষ্টেট স্কলারসিপ পুনঃ স্থাপিত হউক, উচ্চ শিক্ষা উঠাইবার কল্পনা রহিত হউক, ইনকম ট্যাকসের অত্যাচার দুরীকৃত হউক, যাহাতে জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার হয় তাহার যত্ন করা হউক, লড মেয়ো দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার স্বল্প রাজশাসন কাল মধ্যেই এদেশীয় গণ এত উন্নতি করিবে যে তিনি স্বপ্নেও সেরূপ আশা করেন নাই।

শেশ কর।

সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের যত বিরুদ্ধই হউক উহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য উপকারের মধ্যে একটি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। হঠাৎ বজ্রাঘাতে পাথর পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যায়, হঠাৎ গুরুতর অশুভ সংবাদ শুনিলে মৃত্যু কি ঘোর পীড়া হয়, সংবাদ পএ গবর্ণমেণ্টের বাণ নিক্ষেপের পূর্ব্বে অধিবাসী দিগকে প্রস্তুত করিতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট যে কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিতে অভিপ্রায় করেন তাহা কলিকতা গেজেটে কি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়া দেন। অতি অল্প সংখ্যক লোক উহা দেখিতে পায়, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারি দিগের অনেক সময় বড় বিপদে পড়িতে হয়। সংবাদপত্র পূর্ব্বি হইতে লোক দিগকে প্রস্তুত করিতে থাকে, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী গণের কত সাহায্য হয় কত দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ হয় তাহা মফঃসলের কর্ম্মচারিরা কেহ২ জানেন। গবর্ণমেণ্ট শেশ কর স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন, যাহারা এই কর দিবে তাহার মধ্যে কয়েকটী লোকে শেশ কবের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট এই করটী বসাইবেন না। শেশকর ১৭৯৩ সালের ১ আইন মতে স্থাপন করা অন্যায়, শেশ করের প্রয়োজন নাই, এ সমুদয় আমরা সকলে বারম্বার বলিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আপত্তি এই যে, বাঙ্গালায় আর ধন নাই। যদি এই কর শুদ্ধ জমিদার গণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত, তবে তাঁহারা এক প্রকার চালাইতে পারিতেন, কিন্তু এই করের অধিক ভার প্রজাদিগের বহন করিতে হইবে। দশ আইনের বলে জমিদার গণ প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি করিতেছেন, ও প্রজায় যত দূর বহন করিতে পারে তাহার হদ্দ দেখিয়া কর স্থাপন করিতেছেন, তাহার পরে আর প্রজারা কি প্রকারে দিবে। জমিদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে রূপ বন্দবস্ত, জমিদারের সহিত প্রজার যদি সেই রূপ বন্দবস্ত থাকিত, কি যে প্রজার সহিত এই রূপ পাকা বন্দবস্ত আছে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট কিছু টাকা চাহিলে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রজার পাকা জমা প্রায় নাই। এমত স্থলে প্রজারা যে পরিমাণে সঙ্গতি করিতেছে, জমিদারে সেই পরিমাণে শোষণ করিতেছেন, সেখানে ইহারা আবার গবর্ণমেণ্টকে কোথা হইতে দিবে। জমিদারেরা প্রজার বহন শক্তি এই রূপে পরীক্ষা করেন, জমা তকরার করিলেন, করিয়া অসম্ভব

বৃদ্ধি করিবেন। আর ১০ আইন কেবল প্রজা
র সর্ব্বনাশের নিমিত্ত প্রচলিত হইয়াছিল।
প্রজায় আর জমা রাখিতে পারেনা, অত কর
দিবার সাধ্য নাই, অথচ জীবনোপায় জমা
ত্যাগ করিতে পারেনা, তখন জমিদার গণ
স্টুআঁটিতে থাকেন, যখন দেখেন যে প্রজা
আর মোড়া সহ্য করিতে পারিবে না, তখনি
বন্দবস্ত করেন। এরূপ দুরবস্থাপন্ন প্রজারা
কি রূপে আবার গবর্ণমেণ্টের আখুটী কুলা
ইবে! এরূপ প্রজা কি দুই একটী না দেশ স
মেত! গবর্ণমেণ্টের কাজে পরাজয় মানিতে
হইবে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মনের যে
আশা, দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের সে রূপ ক্ষ
মতা নাই। আবার এক প্রজাকে গবর্ণমেণ্ট
ও জমিদার উভয়ে টানাটানি করিতে লা
গিলে এ উভয়ে আর একটী গোল বাধিবে।
জমিদারেরা খুপ হৃষ্ট মনে আছেন। তাঁহাদের
একা কর দিতে হইল না, এই এক তাহাদের
আহ্লাদের কারণ। আর এক কারণ যে শেশ
করের অতি অল্প অংশ তাহাদের বহন ক
রিতে হইবে। কি ভ্রম! গবর্ণমেণ্ট চতুরতা
করিয়া এই কর আদায়ের ভার জমিদার
গণের উপর দিলেন, জমিদার দিগের এইকরের
আপাতত সরবরাহ করিতে হইবে। এখন
প্রজায় যত দিতে পারে তাঁহারাই লইতেছেন,
সেখানে প্রজার নিকট হইতে শেশ কর যাহা
আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিবেন তাহাই
প্রকারান্তরে তাঁহাদের গাটী হইতে লাগি-
বেক। জমিদারেরা কি এটি ভাবিয়া দেখিয়া
ছেন? প্রজায় কর দিতে না পারে তাহার
জমা বিক্রয় হইবে, কিন্তু এ রূপ দগ্ধ জমা কে
লইবে! এমত অবস্থায় সেই জমা বিলি ক
রিবার নিমিত্ত হয় গবর্ণমেণ্টের শেশকর জ
মিদারের গাঁটী হইতে দিতে হইবে, কি
প্রজার জমায় কমি দিতে হইবে। উভয় বন্দ
বস্তেই জমিদারের ক্ষতি। এই নিমিত্ত আ
মরা বলি যে, এই শেশ কর প্রচলিত হইতে
গেলে একটা বিশৃংখলা বাধিবে, ও এই নি
মিত্ত এই করের প্রতিবাদ করিতে জমিদার
গণকে আমরা অনুরোধ করি। জমিদারেরা
বিলাতে এই নিমিত্ত লোক পাঠাইবেন এই
রূপ জনরব হয়, তাহা নয়, প্রকৃতই তাহা
দের এই দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিল, এখন আর
কিছু শুনিতে পাইনা কেন? বোধ হয় দিগ
ম্বর বাবু কি করেন তাহার শেষ না দেখিয়া
তাহারা কিছু করিতে পারিতে ছিলেন না।
এখন শেষ দেখিলেন, দেখিয়া বোধ করি জ
মিদার গণের মধ্যে যাহারা বহুদর্শী তাহারা
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের প্রকারা
ন্তরে এই কর জমিদার গণের নিকট হইতে
লওয়াই মনস্থ। বিশেষতঃ শেশ কর আদায়
না করিতে পারিলে জমিদার গণের বিষয়
বিক্রয় হইবে, কিন্তু জমিদারেরা এই করের
নিমিত্ত প্রজার বিষয় বিক্রয় করিতে পারি
বেন না। পারিলেও তাহাদের তত লাভ
নাই তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। যাহা
হউক গবর্ণমেণ্টের চতুরতা প্রশংসা না ক
রিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। এই
বুদ্ধি বলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ রাজ্য
শাসন করিতেছেন।

MR STEPHEN AGAIN—Mr Stephen is contemplating a wholesale remodelling of laws this year. Perhaps he wishes to make 1871 a legislative epoch like 1859 or 1793. In the list of works already entered upon by the Legislative Council we observe the following:—A Bill to regulate the procedure of the courts of criminal jurisdiction not established by Royal charter; a Bill of Insolvency law; a Bill for the regulation of Assurances; a Bill on cattle Trespass; a Bill to improve and define the law of Evidence; and a Bill to lay down the law of Limitation. Such a list indeed shows a gigantic mass of works. Indian administration is a chess board for the Legislative Council to play upon and amuse. Is that it? Be it as it may, we offer a few remarks on the first bill in the list.

Our criminal Procedure Code is certainly a clear and well balanced code. But there are some sections in it which seem to be absurd and more than that, if literally carried out, would make the Code suicidal. The object of a procedure code is not only to assist a court in its work of justice but also to check and control its arrant tendencies. Certainly a law of procedure should be subservient to the substantive laws, but it is not the less in itself substantive in its character as regards the duties of persons to whom the administration of law is entrusted and to the public at large. In this character of a procedure law, there should be some sanction to secure its prestige and power. Now by sections 426 and 439 of our present Code, no criminal trial or judgment of a criminal Court is to be interfered with on account of any illegality or irregularity unless justice should have miscarried. Now to our simple apprehension, the effect of such a provision is simply this:—"The rules of procedure laid down in the code are a nulity and sham; let our criminal courts do justice as they think. We leave every thing to the discretion of our criminal courts, so that they might do justice as they think or the appellate courts think." If such be the sum total of our Procedure Law, what will be the difference between a regulated and non-regulated district and why is our Zemindaree justice condemned? English lawyers are wont to smile at the "Tactum valet" doctrine of some of our shastra-makers; is not the provision in question substantially the same "Tactum valet?"

But it will be said when provision is made against miscarriage of Justice, what is the harm if a rule of procedure is departed from with no material injury? This is all very well in words. Let us see how it stands in practice. The object of all law is general and never particular. The greatest amount of good to society in the long run is what is and ought to be the object of all law. This is the kind of justice law wants rather than fact-justice in individual cases. Now if judges and magistrates are protected in all manner of vagrancy and despotism provided fact-justice is secured in the individual case, where is the protection to the ease and security of the public at large? We shll mention a fact here. In a case before the Joint Magistrate of Nuddea, the magistrate summoned the witnesses for defence before formally finishing the case for the prosecution, instead of proceeding under section 250. The pleader objected to this course as being illegal. The magistrate said, that might be irregular, but such a course would be protected by section 426. In this case, the Procedure code enabled the magistrate to make a mockery of itself. Such a thing is sure to raise the indignation of the public at large with the exception of that party in the case to whon the magistrate is favorable and the brotherhood of magistrates only.

Under the old English law mere verbal inaccuracies of an indictment were held to vitiate a trial. But the later enactments have justly done away with such whimsical degree of strictness. But yet neither the English law nor our High Court Procedure Act viz Act XVIII of 1862 makes an approach to the latitude given by sections 426 and 439 to the power of our magistrates and judges. Under the English law a writ of error is granted for any error even if formal unless the error is altogether immaterial and trifling. Again section 40 of Act XVIII of 1862 saves an indictment only from the effects of some mere verbal inaccuracies, a list of which is precisely given there. Nothing like the impunity given to the acts of Muffusil Magistrates seems to exist under this law. We eagerly wait to see whether Mr Stephen bethinks himself on this point.

THE ROYAL COMMISSION OF INQUIRY— Mr Fawcett must be supported and that warmly and strongly, and by Natives. We have already an influential body in England, we mean the East Indian Association, and there are noble souls scattered all over that land of the free, whose assistance we can count upon. Mr Gladstone may not oppose Mr Fawcett, as it seems, from his reply to that gentleman. The only difficulty is His Grace, the Duke of Argyll, and a difficulty indeed! Obstinate and powerful as he is, now more powerful because of his would-be relationship with Her Majesty, he will no doubt prove a very great obstacle. He will be supported by the whole body of Indian officials and not by an inconsiderable number of M. P.s as also by such mercantile towns as Manchester, Liverpool, and Cheshire. Add to this, the general apathy of Englishmen to every thing out of their own world, their want of sympathy especially for the Indians, and their extreme conservatism and we confess, hopeful as we are, we yet see stupendous difficulties before us. But we do not despond. We do not despond, because we have a real grievance and we heartly wish for a redress and what is heartily wished by nations is never denied them.

With an ignorant State Secretary, more fond of his own glens and mountains than of the people entrusted to his care, or the duties for which he draws such handsome pay, with a State Secretary who found it very difficult to understand how the Zemindars could object to pay the cess, when they did so generously pay the Income Tax; and a jo hookoom Governor General surrounded by all manner of evil influences—by a narrow-minded politician raised to a high post from the office of Theatre Road No 2, or by a Lawyer of "European reputation" notwithstanding his enemity with all the rules of logic, or by a subjanta Financier—with such men, we say from the bottom of our heart, we can no longer go on. We must try to shake off this nightmare. It is no longer a question of "high education" "the cess" or "the Temple tax" but a question of thorough and radical reform of the general administration of the country. A time there was when a Burke, a Sheridan a Thompson and ... wept for us while we were supremely indifferent to our own affairs, but thanks to a shower of obnoxious measures, it has at last awakened us. Do our Govt. officials hear what the people talk of them and what is now adays the general topic of conversation? But no matter, it is useless to talk to people determined to be deaf. They have no sympathy for us and we can have no sympathy for them. The Native press and a portion of the English Press have made themselves hoarse to gain a hearing, they have tried to awaken the conscience of the few who rule the destinies of millions, they have argued, appealed, protested, besought, all in vain and and the inevitable consequence of this policy must be the ultimate collapse of this present system of Government. Natives and Anglo-Indians no longer look to the local or imperial Governments for redress of their grievances, to England, to England, is the universal cry which we hear all around us.

The country is well prepared for every constitutional agitation and people are very hopeful of a change for the better and the Anglo-Indians and a great portion of the English Press deserve our warmest gratitude for creating this healthy feeling. When the Natives were alone, there was only distrust but happily the cordial support of the non-officials has dispelled it and people confidently hope that their grievances are to be only properly and strongly represented in England to be redressed. But England must be convinced that the Natives do really feel their grievance, very heavily. The representaions of the non-officials will not be believed and their representation as regards the dissatisfaction amongst the people on account of the Income Tax was not believed. The non-officials have not incited the Natives to this state of feeling and we must prove that satisfactorily. We have said above that the State Secretary will head the opposition and will be supported by a strong party. Now let us see what is our strength. There is Mr Narojee and the East Indian Association, there is Mr Bright and his party, we are told that Babu Keshob Chaindra has a strong body of friends and supporters and add to this the voice of the whole nation, Natives and Europeans, the majority of the Anglo-Indian Press, and we see no reason to be ashamed of our hopes. But above all we shall have God and justice on our sides. We shall pray to England for not gifts, benefactions, or alms but JUSTICE and need we remind our readers that the sense of justice of England has never yet been impeached. We have very little time Let loose there be meetings all ovr the country, not only in Bengal, but through out the length and breadih of the land. The British Indian Association ought to take the lead as that body has alway done. We know to a certainty that many districts are only waiting to follow that body.

A large hearted European with pro-native tendencies writes us thus:—

"I am glad to recognize a decided improvement in the tone of your journal and hope soon that the antagonism of races and creeds will cease to find an echo in the columns of your paper. But, I hope, it will continue to maintain the same fearless spirit of criticism on the measures of Government, as now characterizesit, despite what has been designated, "the obnoxious Bill of MR Stephen" now about to become Law, which I do not think, is calculated in any wise to hamper news paper discussions on public questions however inimical to the powers that be, provide that they be written *bona fide*. Grant the good intentions of the Government and then yon can heartily abuse their acts if you will, without the slightest fear of the consequences. No prosecutions under the act are likely to occur on frivolous grounds, or at the instigation of local officials, inasmuch as they will be state trials, and as such needs the previous sanction of the Govern ment and this will be most decidedly with held save and except in extreme cases, for obvious reasons"

The following is from Dacca:—

"With reference to some kind of political association here, I need scarcely tell you that I and many of my friends here very deeply feel the want of it. Some years ago I wrote a letter to the British Indian Association and in June last I spake to Babu Kristo Dass Paul, urging the advisablity of that Association's reducing the amount of subscription to Rs 10 or even 5 instead of 50 as at present, so that large number of persons who feel interest in politics, all over the country, may joim the Association and have branch local committees of their own, at every city of importance. But, it seems, that Association is not willing to give such a popular character to itself. If they would do so, it would be a very good way to give co-herrnce to the scattered elements for political agitation all over the country, and such movements as you speak of could be carried on through the local branches of the Association. If another association had been formed at Calcutta, with men of respectablity at its head, such as Bhidyasagore or so, as it was once proposed, its branches could be established at different places In the absence of such a central body at Calcutta the difficutties of having political organizations in the Muffsil, are greatly increased. But occasionally there might be got up here large meetings for spe-

c l purposes, such as the one we had on the subject of High Education. Even if any movement of a permanant character cannot be got up in a hurry, it is of great importane thac there should be large local meetings in support of Mr Fawcett's intended mtion for a Royal Commission of thorough enquiry into Indian matters. If such meetings take place at Calcutta, we shall do our best to have one also here in support of it. I believe the best way to proceed would be to settle some resolution in consultation with the B. I. Association, for adoption at local meetings, and then try through our friends in the Muffsil to get up meetings as there have been on the subject of Education. As for trying to get up any permanant association throughout the country, I am not very sanguine as to its success for some years to come. On this subject however, I would be happy to learn your views.

Knock, knock and it shall be opened unto you but we have been knockingr years in vain to get an entrance into the B. I Association, The leading men of the Associaton object to the reduction of monthly subscription on the ground that the members who pay now Rs 50 may take advantage of it. This is no doubt a great libel on the rich folks who at present support it tho' we must admit there may be some truth in the assertion. As to district meetings we have already given our humble opinion on the subject, they have become a necessity. If our esteemed correspondent can get up meetings in his district for special purposes, thanks to the present attitude of the Government of India, he will have no leisure to attend to his other duties. We believe however if he can convene such gatherings occasionally, it will not be very difficult to organize a permanent one. Let us first of all establish few such meetings, and then we shall compel the B. I. Association to give a more popular character to itself.

ইউরোপ ও ভারতবর্ষ।

ইউরোপ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব লিখিলে আমাদিগের পাঠক বর্গের উহা মনোনীত না হইতে পারে, কিন্তু এখন তড়িতে ও বাষ্পে পৃথিবীকে এত ছোট করিয়া ফেলিয়াছে যে পূর্ব্বে কাবুলে ও আমাদের দেশে যে সম্বন্ধ না ছিল এক্ষণে আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে তাহা হইয়াছে। ইউরোপ কি আমেরিকায় যে কোন দেশে বিপ্লব হউক না, তাহার তরঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া লাগে। আমেরিকার যুদ্ধে এদেশে বিস্তর ধন আইসে ও প্রথম বহুল রূপে তুলার রপ্তানি আরম্ভ হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে এ দেশের বাণিজ্যের বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইংলণ্ডে যদি কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় তবে সে এক প্রকার আমাদের নিজের দেশে হইতেছে বলিতে হইবে। মহারাণীর আসিয়াতে যত ব্যয় হয় তাহার অধিকাংশ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া থাকেন। আফ্রিকায় সে দিন যে যুদ্ধ হইল তাহার ব্যয়ের ভার কতক আমাদের বহন করিতে হয় সেখানে ইংলণ্ডের বিপদ ও সৌভাগ্যে আমাদের বিস্তর আইসে যায় সুতরাং শুদ্ধ ইংলণ্ডের সহিত আমাদের সম্পর্ক তাহা নয়. ইংলণ্ডের সহিত যাহাদের সম্পর্ক আছে তাহারাও প্রকারান্তরে আমাদের সম্পর্কীয়।

ইউরোপে সম্প্রতি যে গোল বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে তাহার কারণ এই। কৃষ্ণ সাগর বন্ধ করিলে রুসিয়ার প্রধান বন্দর বন্ধ হয়, কিন্তু ১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে যখন সন্ধি হয় তখন রুসিয়ায় উক্ত সাগরে সমর পোত লইয়া যথেচ্ছা ক্রমে বেড়াইতে পারিবেন না এই রূপ কথা স্থির হয়। অবশ্য রুশিয়া বাধ্য হইয়া এরূপ সন্ধিতে সম্মতি দেন। এখন ফ্রান্স ও প্রুসিয়া উভয়কে অক্ষম দেখিয়া রুসিয়া এখন সেই বন্দরে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিতে চান।

রুসিয়ার সহিত ইউরোপের কোন দেশের সম্প্রীতি নাই, তবে সকলি উহাকে ভয় করেন এবং উহার সহায়তা প্রার্থনা করেন। যদি সকলেই আপনার স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত না থাকিতেন, তবে রুশিয়া এত বড় বলবান থাকিতে পারিত না। যদি প্রুশিয়া রুসিয়াকে সাহায্য না করিত, তবে উহা পোলাণ্ড লইতে পারিত না। রুশিয়াকে পোলাণ্ড দেশের লোকেরা অদ্যাপি ঘৃণা করেন। সুইডেন অধিবাসীরা চিরকাল রুশিয়া দিগকে ভয় করিয়া আসিয়াছেন। রুশিয়ার পশ্চিম স্থানে একটি স্থান আছে সেখানকার লোক জার্মন দেশীয়, ও তাহাদের আন্তরিক টান প্রুশিয়ার দিকে। প্রুশিয়ানেরা সেই স্থানটী লইবার নিমিত্ত ব্যগ্র। তাহার কারণ প্রুশিয়দিগের রণ পোত রাখিবার স্থান নাই, এই দেশটী অধিকার করিলে বলটিক সাগর প্রুশিয়দিগের হস্তে আসিতে পারিবে ও তাহা আসিলে রুশিও দিগের আর রণ পোত রাখিবার স্থান থাকে না। সুতরাং প্রুশিয়া সুবিধা পাইলেই ঐ স্থানটুকুর নিমিত্ত রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। আবার তুর্কির উপর রুশিয়ার অত্যন্ত লোভ। তুর্কি অধিকার কি খর্ব্ব করিতে পারিলে কৃষ্ণ সাগর রুশিয়ার অধীনে আইসে। রুশিয়ার প্রধান আর একটী লাভ এই। আসিয়াভিমুখে রুশিওরা অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু যত দিবস তুর্কির ন্যায় কোন বলবান দেশ তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে থাকিবেক তত দিবস তাহাদের সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। তুর্কি দমন হইলে তাহারা অকূত ভয়ে আসিয়য় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের আসিয়াতে আর কাহাকেও আসিতে দিতে ইচ্ছা নাই। ইউরোপের মধ্যে রুশিয়া ও ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দেশের আপাতত আসিয়াতে আধিপত্য নাই। কৃষ্ণ সাগরটী রুশিও দিগের হস্তগত হইলে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিবার একটী প্রধান পথ রুশিও দিগের হস্তগত হয়। শুদ্ধ তাহা নয়। সুয়েজের খাল খনন হওয়াতে, রুশিয়া এক্ষণ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের নিকটে। এমত অবস্থায় কৃষ্ণসাগরে রুশিও দিগকে আধিপত্য, ইংলণ্ড প্রকৃতপক্ষে করিতে দিবেন না।

মূল্য প্রাপ্তী।

"বাবু রাজকৃষ্ণ প্রামাণিক, গয়া, ৭৮ সালের ভাদ্রের শেষ ৮

"বাবু হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী দেলুটী ৭৮ সালের জৈষ্ঠের শেষ ৪

"বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চৌধুরী কলিকাতা, ৭৭ সালের পৌষের দুই সপ্তাহ ৩৸০

"বাবু গোপেশ্বর পালচৌধুরী রাণাঘাট ৭৭ সালের পৌষের শেষ ৩০

"দীন নাথ সেন গোহাটী..... ... ১০

বাবু রাম কিশোর ঘোষ, মনিপুর, ৭৭ সালের শ্রাবণ ৮

বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বরিশাল ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু তারিণী চরণ গঙ্গপাধ্যায়, রামপুর, ৭৭ সালের অগ্রহায়নের শেষ ৪

বাবু কেদার নাথ সেন, মকিমপুর, ৭৭ সালের আশ্বিনের শেষ ৪

বাবু প্রতাপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামপুর ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

সংবাদ।

—বাঙ্গির আসিস্টাণ্ট কমিসনার সম্প্রতি একজন মানুষ খুন করিয়া ফেলিয়াছেন। ইনি একখানি শৈসোর খেত দিয়া একটি মস্‌জিদ দেখিতে যাইতেছিলেন। যাহার খেত সে তাহাকে খেতের উপর দিয়া যাইতে বারণ করে কিন্তু তিনি গ্রাহ্য না করিয়া চলিতে লাগিলেন। এ ব্যক্তি আবার বারণ করিল, ইহাতে সাহেব একেবারে রাগান্ধ হইয়া তাহার মস্তকে এক খানি নড়ি দ্বারা আঘাত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ডাক্তারের দ্বারা ইহার মৃত দেহ পরীক্ষা করান হইয়াছে এবং যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে ডাক্তার বলিয়াছেন যে ইহার শরীর মধ্যে এমন একটি পীড়া ছিল যে একটি ক্ষুদ্র আঘাতেই ইহার প্রাণ ত্যাগ হইত। শুনা যাইতেছে, আসিস্টানট সাহেবকে সত্বর বিচারাধীন আনা হইবে। কোনও ইংরেজ সম্পাদক বলিতেছেন, আসিস্টনট সাহেব এই কার্য্য করিয়া বড় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছেন, অতএব ইহাকে আর বিচারাধীন আনিয়া অনর্থক কষ্ট না দিলে ভাল হয়। ঠিক, নিগারের জীবনের মূল্য আর কতটুকু?

—আমেরিকায় যেমন পিবডি সাহেব খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে কাউয়াসজি জাহাঙ্গির রেডিমনি সেই রূপ খ্যাতি লাভ করিতেছেন॥ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি আট লক্ষ একাশী হাজার এক শত টাকা নানা বিধ সৎ কার্য্যে দান করিয়াছেন।

—বোম্বাইয়ের বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এবার দুই জন এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ মেঃ ডবলিউ, ওয়াই, এথল ও মেঃ এইচ বাবা। প্রথম জন সংস্কৃত ও ইংরাজী এবং শেষ জন লাটিন ও ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছেন॥

—বর্ত্তমান যুদ্ধে ফ্রান্সের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার একটি তালিকা স্পেকটেটর দিয়াছেন॥ সামরিক পোত ৪০ কোটি টাকার, দুর্গ ৬০ কোটি টাকার, কামান, গোলা, বারুদ ইত্যাদি ষাটি কোটি টাকা, এমারত আশী কোটী টাকার, নষ্ট হইয়াছে॥ বনিক ও ব্যবসায়ী দিগের চল্লিশ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে॥

—লণ্ডন টাইমস পত্রিকার সমর সংক্রান্ত সম্বাদ দাতা ডাক্তার রসেল বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ লিখিতেছেন॥

—জারমান দিগের পক্ষে যে কয়েক জন সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন, ইহারা সকলই বৃদ্ধ॥ ইহাদের বয়সের গড় ৭০ বৎসর, অর্থাৎ ভন মলক ৭০ বৎসর, ভন রুন ৬৭ বৎসর, ভন ফকেনষ্টিন ৭৩ বৎসর ও ভন ষ্টিন মেটজ ৭০ বৎসর বয়স্ক॥ ইংলণ্ডের তিন জন প্রধান ব্যক্তির বয়সের সমষ্টি ১৮০ বৎসর॥

—সম্প্রতি ইংলণ্ডের পাঁচ জন লর্ড দেউলিয়া হইয়াছেন॥ হাউস অব লর্ডস হইতে ইহাদিগকে বহিস্কৃত করা যাইবে কি না সে সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইতেছে॥ ....

—অনেকে এই রূপ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেনটের ব্যয় করিতে হয় না॥ কিন্তু সম্প্রতি সিবিল সার্ব্বিস গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, লণ্ডন ইউনিবরসিটী হওয়া পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেনট বরাবর ইহার পোষনার্থে প্রায় ষোল লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া আসিয়াছেন॥

—পিওনিয়ার বলেন, রাহবাম পুর ষ্টেশনের নিকট একটী বান্ধ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও নদী উথলিয়, অনেক ভূমি ও শস্য নষ্ট করিয়াছে॥ দরিদ্র প্রজা দিগের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে॥ কালেকটর জমিদার দিগের নিকট একটী চান্দা করিয়া দুই হাজার টাকা উঠাইয়াছেন ও ক্ষতি গ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উহা বিতরিত হইয়াছে॥

√—কতক গুলি সদাশয় ইংরেজ যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে ফ্রান্সে উপস্থিত আছেন॥ ইহাদের মধ্যে এক জন জারমান দিগের অত্যাচার এই রূপ লিখিয়াছেন॥ “আমার সম্মুখে এক জন জারমান সৈন্য এক জন ফারাসী কৃষককে প্রহার করিতে লাগিল॥ এ ব্যক্তির অপরাধ এই যে তাহার গাড়ী তত দ্রুত বেগে চলিতে ছিল না। এক দিন এক জন চাসা এক খানা গাড়ী লইয়া যাইতে ছিল॥ দুই জন জারমান তাহার উপর চড়িয়া বসিল এবং বিপরীত দিকে তাহাকে গাড়ী ফিরাইতে বলিল, সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, অমনি তাহার মস্তকের উপর পিস্তল ধরা হইল॥ এক জন ফরাসী তাহার একটা শুকর দিতে অস্বীকার করে॥ এই নিমিত্ত এক জন জারমান আফিসর তরয়ার দ্বারা তাহাকে আঘাত করেন॥ একটী গৃহ হইতে সমুদায় পরিবারকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় ও জারমান সৈন্যরা সেই গৃহটী অধিকার করিয়া থাকে॥ এ সমুদায় আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ॥”

—অক্টবর মাসের শেষে ফ্রান্সে ছয় লক্ষ নব্বই হাজার জারমান সৈন্য ছিল॥ ইহাদিগের সহিত এক লক্ষ ষাটি হাজার অশ্ব। প্রত্যহ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার খানা রুটি ও এক লক্ষ ষাটি হাজার কোয়ার্ট ব্রাণ্ডি ইহাদিগের কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়॥ যে সকল জারমান সৈন্য পারিস নগর বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাদিগের শত করা ত্রিশ জন পীড়িত। পীড়ার দরুন অনেকের মৃত্যু হইতেছে॥ সমুদায় জারমেনী কুড়াইয়া এই সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, এই সৈন্যের উপর আর এক জনও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না॥ জারমানী হইতে শেষ বার যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের সমুদায়েরই বয়স প্রায় ১৯ বৎসরের কম॥

—বটানিকাল গার্ডনের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার আণ্ডারসনের মৃত্যু হইয়াছে॥ ক্লার্ক সাহেব তাহার স্থানে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত হইলেন॥

—পান্নার মহারাজ রুদ্র প্রতাপ সিংহ বাহাদুর প্রস্তাবিত আলাহবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য চারি হাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন॥

—পালাম পুরে একটি দরবার হইয়া গিয়াছে॥ দেশীয় সর্দ্দার ও রাজ গণের পুত্র দিগের শিক্ষার্থে একটী কালেজ করা তথায় প্রস্তাব হয়॥ মান্দির রাজা এই নিমিত্ত ৭ হাজার টাকা দান করিয়াছেন॥ অন্যান্য রাজগণ ও স্ব স্ব পদ অনুসারে দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন॥

—শুনা যাইতেছে যে পত্র বাহক কপোত বিনাশের জন্য প্রুসিয়ানেরা পারিসের নিকটে বাজ ছাড়িয়া দিয়াছে॥

—জারমানেরা মোটামুটী হিসাব ঠিক করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত ফরাসিদিগের প্রায় ৬০ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছে॥

—আমরা সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি, অনারেবল বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থে ২ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন॥

—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এক জন দেশীয় সম্বাদ পত্র অনুবাদক ছিলেন॥ গবর্ণমেণ্ট তাহার স্থানে এক জন ইউরোপীয় নিযুক্ত করিয়াছেন॥

—ইংলিশ ম্যানের বর্ত্তমান সম্পাদক হাটন সাহেব আগামী সোমবারে অবসর হইতেছেন॥ ইহার ন্যায় স্বাধীন মন ও বিবেক যুক্ত সম্পাদক অতি কম দেখা যায়॥ নির্ভয়ে ইনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল সমালোচনা করিতেন ও এই নিমিত্ত ইংলিশম্যান পত্রিকার অধিকারী তাহার উপর চটিয়া গিয়াছেন॥ ডেলী একজামিনারের সম্পাদক ফারেল সাহেব ইংলিশ ম্যানের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতেছেন॥ মফস্বলাইটের সম্পাদক সালিবান সাহেব একজামিনারের সম্পাদক হইতেছেন॥ সালিবান সাহেবও অতি যোগ্য ও স্বাধীন প্রকৃতির মনুষ্য॥ তাহার হস্তে যে একজামিনার সত্বর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইবে তাহাতে অতি কম লোকেরই সন্দেহ আছে॥

—পিওনিয়ার বলেন, বাঙ্গলায় ৯ টি লাস্কুল আছে। ইহাতে ৬৭০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করেন॥ এই সকল স্কুলের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ১৭৩৪ টাকা দিয়া থাকেন॥ ছাত্র দিগের বেতন হইতে ৩২৪৭৯ টাকা উঠে॥ ব্যয় বাদে বৎসর ১০৯৯৬ টাকা উদ্বর্ত্ত হয়॥ এই টাকা গুলি কোথা যায়?

—কাপ্টেন নামক জাহাজ জল মগ্ন হওয়ায় যে সকল লোক মরিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নিরুপায়ী পরিবার দিগের নিমিত্ত একটি চান্দা তুলা হইতেছে॥ খাজে আবদুল গনি মিঞা এই নিমিত্ত হাজার টাকা দান করিয়াছেন॥

—সেণ্টস লাণ্ডে সম্প্রতি একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে॥ প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ বেত্তা প্রোফেসর ইগনাজ ক্লেয়ারের সুন্দরী কন্যা লরা ক্লেয়ারের সহিত ভাইভান নামক একটি উপযুক্ত যুবকের বিবাহের কথা হয়, এমন কি বিবাহের উদ্যোগ পর্য্যন্ত কথক করা হয়॥ মটন নামক আর একটী যুবকের লরাকে করিয়া গাঢ় প্রণয় জম্মে, কিন্তু প্রোফেসর ইগনাজ তাঁহাকে তাহার বাটী আসিতে নিষেধ করেন॥ মটন বলিল, যদি লরাকে সে বিবাহ না করিতে পারে তবে সে এমন কতক গুলি গোপনীয় কথা বলিয়া দিবে যে ভাইভানের সহিতও তাহার বিবাহ হইবে না॥ সে গোপনে লরাকে দেখিতে চায়॥ লরা তাহাতে সম্মত হন॥ কিছু ক্ষণ কথপোকথনের পর মটন চলিয়া যায়॥ পর দিন প্রাতে সে আবার আসিয়া উপস্থিত॥ লরার মুখ চুন হইয়া গেল॥ কিন্তু তিনি সহাস্য মুখে বলিলেন, অবশ্য, “মটন তুমি এক গ্লাস সুরা পান করিবা?” মটন আগ্রহ সহকারে তাহার হস্ত হইতে গ্লাস লইয়া পান করিলেন॥ একটু পরে তিনি উঠিয়া গেলেন॥ কিছু দুর যাইয়াই ভূপতিত হন ও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়॥ ডাক্তারেরা মৃত দেহ কাটিয়া দেখেন যে বিষ পান দ্বারা মৃত্যু হইয়াছে॥ লরা তখনই পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত ও জেলে প্রেরিত হইলেন॥ তথায় তিনি ভাইভানকে ডাকিয়া পাঠান ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন “ভাইভান তোমার বিবেচনায় আমি দোষী না নির্দ্দোষী,” ॥ ভাইবান উত্তর করিলেন “আমি তা জানি না, তবে এক মাস হইল আমি এই নগরের কোন মহিলাকে বিবাহ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং এই নির্জ্জন গৃহে তোমার সহিত থাকা আমার উচিত হয় না॥” লরা চীৎকার করিয়া উঠীয়া বলিলেন “ও ভাইবান, আমি তোমারই জন্য এই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি॥ মটন আমাদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত, আমারে ত্যাগ করিও না, আমি তোমারে প্রাণের অধিক ভাল বাসি!” ভাইবান দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু লরা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল “তবে এই দেখ,” এবং তৎক্ষণাৎ এক খানা ছুরি বাহির করিয়া আপন গল দেশে বিদ্ধ করিয়া দিল এবং একটু পরেই প্রান ত্যাগ করিল॥ মরণ কালে কেবল ইহাই বলিল, “ভাইবান আমি তোমাকে বড় ভাল বাসিতাম, এখনও ভাল বাসি, আমি তোমারে শাপ করিলাম॥”

—পঞ্জাবের প্রায় সর্ব্বত্রই জ্বর হইতেছে॥ গত মাসে প্রায় শত করা দশ জন করিয়া মরিয়াছে॥

—ডাক্তার কানাই লাল দে ও ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছেন॥

বিবিধ।

সম্পাদক মহাশয়॥

(১) এই ঢাকা জিলায় ইনকম টাক্সের যে রূপ অত্যাচার তাহা আর বলিবার নহে॥ আসেসারের হাত হইতে আর কেহর এড়াইবার যো নাই॥ বরোং মহাজনে এবার কাড়বাড় বন্ধ করিতেছেন॥

(২) মহাশয় এবার সত্য সত্যই গরুর উপর খাঁরার বার হইয়াছে॥ শেশ কড় কি দরিদ্র লোক দগের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত আড়গাইল সাহেব স্থাপন করিলেন! যাহারা গাবি, ঘোরা কি সোয়ারিতে চরে তাহারা বাঁচিয়া গেল, মাড়া পল্লো গড়িব পড়জা!

ঢাকা—. শ্রী—

বিবিধ।

চিঠীরেজিষ্টরি সম্বন্ধে উপদেশ॥

হিন্দু পেষ্ট্রীয়টে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে তাহার প্রদত্ত উপদেশ গুলি পালন করিলে রেজেষ্টরি চিঠীর নোট চুরি হইবে না, ও ইহাই বলিয়া পত্র প্রেরক কয়েকটী নিয়ম লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাই আবার অনেক কাগজে উঠিয়াছে॥ আমরা সেই নিয়ম গুলির যে দোষ ছিল তাহা শুধরাইয়া নুতন করিয়া কয়েকটী নিয়ম প্রকাশ করিলাম॥ এই নিয়ম গুলি পালন করিতে পারিলে নোট কখন চুরি যাইবে না॥

প্রথমতঃ॥ পত্রের বাহিরে না দিয়া নোট খানা পত্রের মধ্যে পূরিয়া দিতে হইবে॥

২॥ পত্র যাহার কাছে পাঠাইবে শিরোনামায় তাহার নাম লিখিয়া দিবা॥ আর কাহারো নাম লিখিও না।

৩॥ পত্র খানা এমনি করিয়া ডাকে রওনা করিবে যেন নোট খানা না হারায় কারণ যদি উহা একবার হারায় তবে যে উহা পাওয়া সে বড় অদৃষ্টের কথা॥

৪॥ পত্রখানা এমনি করিয়া আঁটিতে হইবে যেন যাহার কাছে পত্র পাঠান যায় সে ব্যতীত আর কেহ খুলিতে না পারে॥

৫॥ যদি নোট হারাইয়া যায় তবে নিশ্চিত জানিবে যে হয় তুমি উহা পাঠাও নাই, কি অন্য ব্যক্তি উহা চুরি করিয়াছে॥

৬॥ যদি কেহ উহা চুরি করিয়া থাকে তবে সে উহা কখন তোমার কাছে প্রকাশ করিবে না, এমত স্থলে নালিস করাই কর্ত্তব্য॥

৭॥ ডাকে যখন নোট পাঠাইবার ইচ্ছা হয় তখন উহা ডাকে না পাঠাইয়া বিশ্বাসী লোকের দ্বারা পাঠাইবা॥

৮॥ যদি বিশ্বাসী লোক না পাওয়া যায় তবে না পাঠানই উচিত॥

প্রেরিত।

প্রতিবাদ।

সবিনয় নিবেদন। আপনার পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণনগর ব্রাহ্ম সমাজ উঠিয়া গিয়াছে। এ সমাচারটী সত্য নহে॥ কৃষ্ণনগর সমাজের কার্য্য সুনিয়মে সম্পাদিত হইতেছে; এক দিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই॥ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ভূলটি সংশোধন করিয়া দিবেন॥

কৃষ্ণনগর } নিবেদক
শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়॥

হাজত।

মহাশয়।

অর্থ দণ্ড, কারাবাস, দ্বীপান্তর এবং প্রাণ দণ্ড যে কোন দণ্ড হউক বিচার নিষ্পন্নের পর হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোন আক্ষেপ নাই। আক্ষেপের বিষয় এই, আমাদের গবর্ণমেণ্টের অধিকারে বিনা অপরাধেও লোকের ঘোরতর দণ্ড ভোগ করিতে হইয়া থাকে॥ হাজত এই দণ্ড বিধানের স্থান। চুরি ডাকাইতি যে কোন অপরাধেরই আসামী হউক, কিয়ৎকাল হাজতের দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে। বিচার মুখে অব্যাহতি পাইলে ঐ পর্য্যন্ত। দোষ প্রমান হইলে অন্য রূপ দণ্ড যোগ্য হইতে হয়।

বোধ কর, একখানি গ্রামে ডাকাইতি হইল। পুলিস বহু কষ্টে এক জনকে গ্রেপ্তার করিলেন। কলে কৌশলে যে রূপে হউক তাহার দ্বারা স্বীকার করাইয়া আরে ৭।৮ জনকে পাইলেন। প্রথম ধৃত আসামীর সহিত সেই গ্রামের কোন ব্যক্তির অত্যন্ত মনোবাদ ছিল। সে এই স্থলে তাহাকেও দোষী বলিয়া গ্রেপ্তার করাইল। সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেটিতে প্রেরিত হইল। সাক্ষী প্রমাণ প্রভৃতি গুজরাইতে এক মাস অতীত হইল। মকদ্দমাটী অত্যন্ত সঙ্গীন। বিস্তর টাকা অপহরণ এবং ২।১টী হত ও ৪।৫টী আহত হইয়াছে। কোন আশামীরই জামিনা দ হইল না। কাজেই শেষ নিষ্পন্ন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাজতে থাকিতে হইল। মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমার বিচার করিতে পারিলেন না দাওরায় অর্পণ করিলেন। দাওরার বিচারের দিন প্রায় দেড় মাস বিলম্বে রহিয়াছে। পরিশেষে জূরীর দ্বারা বিচার হইল। তাহাতে আসামী দিগের মধ্যে ২।৪ জনের অপরাধ প্রমাণ না হওয়ায় তাহারা মুক্তিলাভ করিল। কিন্তু গড়ে হিসাব করিলে তাহাদের ৩ মাস হাজতে বাস হইল। হাজতের যে রূপ কষ্ট তাহা কারাবাস অপেক্ষা গুরুতর, ইহা সর্ব্বত্রই প্রকাশ আছে। যাহারা অপরাধী তাহাদের স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যে কয়জন মুক্ত হইয়া গেল তাদের ৩ মাস হাজত রূপ দণ্ডের অপরাধ কি? এই দণ্ড কি বিনা অপরাধে হইল না? এরূপ শতং দেখা যাইতেছে অনেকে হাজত হইতে মুক্ত হইয়া আইসে॥ এই দণ্ড নিবারণের কি উপায় নাই? আমরা বোধ করি এই হাজত একেবারে উঠাইয়া দিয়া অন্য কোন বন্দোবস্ত হউক॥ অথব হাজতের নিয়ম পরিবর্ত্ত হউক। দোষী কি নির্দ্দোষী বিচার নিষ্পত্তর পূর্ব্বে তাহাদের কোন রূপ দণ্ডই ন্যায় সঙ্গত নহে॥ হাজতের কষ্ট ফাটক অপেক্ষাও অধিক॥ আহার, নিদ্রা শয়ন উপবেশন, হাজত প্রণালীর সমস্তই কষ্ট জনক॥ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী আশামীর পক্ষে হাজত ভয়ানক যন্ত্রণার স্থল॥ একটু সুশ্রী বা যুবতী হইলে তাহার সতীত্ব কষ্টে অব্যাহিত থাকিতে পারে॥ ইহার তুল্য আর অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার কি আছে॥

রানাঘাট।

বিগত ২৫ কার্ত্তিকের অমৃত বাজার পত্রিকায় "শান্তিপূর স্কুল" শিরোনামে গোপী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রাণাঘাটের দুই জন হাকিমের প্রশংসা ও স্কুল সম্বন্ধের কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্র পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে গোপী মোহন স্কুলের অবস্থা যে রূপ জানেন, হাকিম দিগের কার্য্য প্রণালী প্রভৃতির বিশেষ অবস্থা তদ্রূপ অবগত নহেন। আমি এক জন উকীল, সুতরাং কোন হাকিম কিরূপ বিচার করেন তাহা অনেক জানি। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রাম শঙ্কর বাবুর প্রশংসা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বাবু যেরূপ করিয়াছেন ২৫ কার্ত্তিকের গোপী মোহন বাবুর মতে তাহার "অনুমাত্রও অযথা নহে"। সন ১২৭৭ সালের ৩১ আষাঢ়ের অমৃত বাজার পত্রিকায় রাম শঙ্কর বাবুর প্রশংসা সূচক বিজয় গোস্বামী বাবুর এক পত্র প্রকাশ হয়। তাহার "অনুমাত্র" যদি "অযথা" না হয় তবে যে কি অযথা কথা তাহা আমরা জানি না। গোস্বামী বাবুর পত্রে রাণাঘাটের ডেপূটী মাজিষ্ট্রেট রাম শঙ্কর বাবু মুরশিদাবাদের নওয়াবের দেওয়ান হইবেন এই রূপ জন শ্রুতির কথা উল্লেখিত হইয়াছে। আমিও রাণাঘাটে প্রায় ক্রমাগত আছি, এরূপ জন শ্রুতি কখনও শুনি নাই। তবে আমার এক জন মক্কেল এক দিন সোম প্রকাশ কাগজ পাঠ করিতেং কহিয়া ছিলেন "দেখচে সোম প্রকাশের সেই সেকেন গ্রেডের উকীল সম্পাদক টা, যে মধ্যেং মকদ্দমার উপলক্ষে ডেপুটী বাবুর নিকট আসিয়া থাকে, সেই আপন কাগজে লিখিয়াছে যে রাম শঙ্কর বাবু নওয়াবের দেওয়ান হওয়ার উপযুক্ত পাত্র, উনি কি ভাল পারসী জানেন"। এসম্বন্ধে এই মাত্র ... প্রকাশে লিখিত হইয়াছে শুনিয়াছি, কিন্তু সা... জনশ্রুতি হয় নাই। তবে গোস্বামী মহাশয় ... জনশ্রুত পাইলেন তাহা আমরা জানি না। গো...মী বাবু আরও লিখিয়াছেন যে "রাম শঙ্কর ... যেরূপ সুদক্ষতা সহকারে বিচার করিতেছেন তাহা... অভূত পূর্ব্ব শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে,, পূর্ব্বের ...ন্তির অবস্থা গোস্বামী কিরূপ অবগত আছেন অ... বিশেষ জানি না কিন্তু এই নদীয়া জেলায় অ... অনেক দিন অবধি অবস্থিতি করিতেছি। ভূ... বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। পূ...পেক্ষা এক্ষণে শান্তি রক্ষা কর অতি সহজ হইয়া... পূর্ব্বে রানাঘাট বীরনগর ও শান্তি পুরের বিরে... জমিদার গণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, ও তৎকালীয় ...নের শিথিল ভাব থাকায়, সচরাচর দাঙ্গ, হেঙ্গ... খুন জখম, হইত॥ এবং চোর ডাকাইত, বদমা...দিগের অত্যন্ত অত্যাচার ছিল। সেই সময়ে ... অবস্থায় যাঁহারা এপ্রদেশে শান্তি সংস্থাপন করি... সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাই এ সম্বন্ধে যথার্থ প্রশংস... পাত্র। লা সাহেব ও ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল ডিপুটী মা...ষ্ট্রেট এ মহকুমায় ঐরূপ সময়ে যে সুপ্রণালীতে শা... রক্ষার কার্য্য করিয়াছেন তদ্রূপ শীঘ্র হইবে এ... প্রত্যাশা নাই। বর্ত্তমান সময়ে শান্তি রক্ষার কা... অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইয়াছে নানা কা...বশতঃ এক্ষণ শান্তি ভঙ্গকারী জমিদার অতি বির... আইনও অত্যন্ত কড়া এবং ঠকির শাসনে ও রেল...য়ে হওয়াতে, এবং শ্রম ও শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হ...য়ায় চোর ডাকাইত বদমায়েসের সংখ্যা অনেক ... হইয়াছে॥ এমত অবস্থা সত্ত্বেও রাম শংকর বাবু... মহকুমায় আগমন করা পর্য্যন্ত কয়েকটী ডাকাই... চুরি খুন জখম প্রভৃতি শান্তি বিরুদ্ধ ঘটনা হইয়াছে... এই কি বিজয় কৃষ্ণ বাবুর "অভুত পুর্ব্ব শান্তি... লক্ষণ।

পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণ বীরনগর স্কুলের কোন শ্রীবৃ... দেখিনা। পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল এক্ষণেও সেই রূপ... তবে রামশঙ্কর বাবু কর্ত্তৃক কি উন্নতি হইয়াছে ...হা গোস্বামী বাবুই জানেন, সাধারণের বোধগ... নহে॥ বীর নগরে, ড্যামপিয়ার সাহেবের পল্লিগ্র... উন্নতির আইন প্রচলিত হইয়াছে॥ রামশঙ্কর ... ডেপূটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ... দেশানুসারে সেই আইন উক্ত গ্রামে প্রচলিত ক...য়া ট্যাকস নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং তদ্... "স্বাস্থ্য রক্ষার শ্রীবৃদ্ধি,, যাহা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ...ইয়াছে॥ এই কার্য্যের নিমিত্ত রামশঙ্কর বাবুর যত... প্রসংশা পাওয়া উচিত তাহা তাঁহার লভ্য হউক॥

শান্তিপুর দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন সম্ব... রামশঙ্কর বাবুর সাহায্যের বা বিশেষ যত্নের কি... মাত্র প্রয়োজন হয় নাই॥ নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব মাজি...ট বেল সাহেব উক্ত চিকিৎসালয় সম্বন্ধে সমুদায় ...ন্দোবস্ত করিয়াছিলেন॥ রামশঙ্কর বাবুর কিছুই ক...তে হয় নাই, ও করেন নাই ই তবে যে বিজয় বা... কি নিমিত্ত এরূপ অপ্রকৃত অবস্থা সমুদায় লিখি...ছেন বলিতে পারিনা॥

বিজয় বাবু লিখিয়াছেন যে "পূর্ব্বে অনেক অ...সত্য মকদ্দামা উপস্থিত হইতে এক্ষণে তাহা... অনেক হ্রাস হইয়াছে,,॥ গোস্বামী মহাশয় অনু...গ্রহ করিয়া এবিষয়ের পুর্ব্বের এবং বর্ত্তমানে... যদি তালিকা প্রকাশ করেন, তবে সর্ব্ব সাধার... তাঁহার নিকট চির বাধিত হইবেন॥

সেকেলে উকীল

রানাঘাট

হাইকোর্টের নজীর।

মাল সংক্রান্ত।

—দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী আইনের কার্য্যক্রমে চূড়ান্ত ও নির্ব্বাচক হইলে পর, তাহার প্রতি আপত্তি হইতে পারে না।

স্বাধীন প্রমাণ স্বরূপে না হউক, প্রতিপোষক প্রমাণ স্বরূপে বিপক্ষের খাতাবহি ব্যবহার কর যাইতে পারিবে। তেরো উঃ রিঃ ২৯৪ পৃষ্ঠা॥

—ডিক্রীজারী করিবার শেষ দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্ব তিন সনের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবের কার্য্য দ্বারা কোন ডিক্রীকে সজীব রাখিবার অধিকার পাঁচ শত টাকার কমের ডিক্রীদারান ভোগ করিতে পারিবে না। তেরো উঃ রিঃ ২৯৫ পৃষ্ঠা॥

—যে স্থলে জমানেসস্তের মোকদ্দমা নোটিসজারী করা হয় নাই বলিয়া ডিস্‌মিস্‌ হইয়া যায়, সে স্থলে সেই ভূমি মাল কি লাখেরাজ হওয়া সম্বন্ধে আদলতের নিষ্পত্তিতে যে রায় দেওয়া হয় তাহাকে ভাষা বচন গণ্য করা যাইবে না॥

যে স্থলে ঐ রূপ মোকদ্দমাতে দেখ যায় যে, সেই শ্রেণীস্থ রাইয়তেরা যে হারে খাজানা দেয় তদপেক্ষা কম হারে রাইয়তের খাজানা দেওয়া সেই নোটীসে ব্যক্ত করে না, সে স্থলে ঐ রূপ রাইয়তগণের দেয় খাজানার হার সম্বন্ধে নথিতে প্রমাণ না থাকিলে বেদাঁড়া উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু ঐ প্রকার প্রমাণ না থাকিলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করা যাইবে॥ তেরো উঃ রিঃ ২৯৭ পৃষ্ঠা॥

—খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমাতে যে স্থলে কোন ব্যক্তি বাদীকে প্রতিবাদীর পরে পাট্টা দিলে তদ্দ্বারা বাদী ঐ প্রতিবাদীর পাট্টার শর্ত্তমতে প্রতিবাদীর নিকট হইতে খাজানা আদায় করিবার অধিকার পায়, সে স্থলে—

অবধারিত হইল যে, তথায় ভুস্বামী বলিয়া মানিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যক রাখে না এবং দশ আইন মতে মাল আদালতে নালিশও রুজু করা যাইবে॥ তেরো উঃ রিঃ ৩০১ পৃষ্ঠা॥

—দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২৩৭ ধারাতে কালেকটরের নিকট আমানৎ থাকা টাকার প্রতি দাবিগুলি নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতকে দেয় না কিম্বা ২৪২ ধারাতেও ক্রোক করা টাকার প্রতি দাবিগুলি মিটাইবার ক্ষমতা কোন আদালতকে দেয় না॥ এগারো উঃ রিঃ ৩০১ পৃষ্ঠা॥

—যে রাইয়ৎ কালেকটরের কর্ত্তৃত্বাধীন খাস ভুমির যোৎ রাখিয়া তাঁহাকে খাজানা দিতেছে, তাহাকে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৫ ধারার মর্ম্মাধীন এক অধীন মালগুজারদার বলিতে হইবেক॥ যদি সে ব্যক্তি খাজানা দিতে গাফিলি করে তবে সন আখেরিতে কালেকটর তাহার যোৎ নীলাম করিতে পারিবেন॥ তেরো উঃ রিঃ ৩০২ পৃষ্ঠা॥

—সাধারণ বিধি এই যথা, ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিধি ক্রমে ডিক্রী জারীতে কোন হুকুক নীলাম হইয়া গেলে যদি নীলামের কালে কিছু বাদ না রাখা যায় তবে সমুদয় হুকুক খরিদ্দারে গত হইবে॥ তেরো উঃ রিঃ ৩০৪ পৃষ্ঠা॥

—প্রদত্ত পাট্টার অনুরোধে পাট্টাদার যে টাকা দিবে, তাহা (নজর বা সেলামী হউক) খাজানা বলিয়া দ্রষ্টব্য হয় না, কিন্তু চুক্তি মতে একটী সামান্য দেনা হওয়ায় ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে আদায় যোগ্য হইবে॥

যে স্থলে রেজিষ্টরি না করা হেতুতে কোন পাট্টা ও কবুলিয়ৎ গ্রাহ্য করা গেল না, সে স্থলে তল্লিখিত চুক্তিটী প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য করা যাইবে না॥ তেরো উঃ রিঃ ৩০৭ পৃষ্ঠা॥

—খাজানা সংক্রান্ত ডিক্রীতে মদি উনের সম্পত্তি হইতে ঐ ডিক্রীর টাকা আদায় করা যাইবে বলিয়া কোন বিশেষ আদেশ করিতে কালেকটর প্রসিদ্ধ ক্ষমতাপন্ন নহেন॥ তেরো উঃ রিঃ ৩১৩ পৃষ্ঠা॥

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট অবধৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মুল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মুল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পুরাতন গৃহিণী রোগের ঔষধ	১ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল	১ বোতল	৬ টাকা
প্রদর রোগের ঔষধ	শিশি	১৷৷০ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ	১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ	এক শিশি	১ টাকা
প্রমেহর পীড়ার তৈল	১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য॥

শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টরি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মুল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮৭ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মুল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি॥ ফটোগ্রাফ নগ্রেবার ১নং বাটি, পটোটোলা পটল ডাঙ্গা কলিকাতা॥ অতি অল্পমুল্যে এবং পরিপাটী রূপে টগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন

সংঙ্গীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বার নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হত পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ডব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মুল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ১৫ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ২০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন॥

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু মতি লাল ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৬ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা।

ষাণ্মাসিক	৩	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম:

বার্ষিক ৭ টাকা ডাক মাশুল ৩ টাকা।

ষাণ্মাসিক	৪৸০	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	/
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রাকাশিত॥